দুই দিনের রিমান্ডে হাসিনার সাবেক সামরিক সচিব মিয়াজী

শেখ হাসিনার সাবেক সামরিক সচিব ও ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) সালাহউদ্দিন মিয়াজীকে দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

গতকাল বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তাকে ঝিনাইদহ আদালতে হাজির করা হয়। সদর আমলি আদালতের বিচারক মো. ফারুক আযম এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক মো. মুক্তার হোসেন। তিনি জানান, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সদর থানায় দায়েরকৃত নাশকতা মামলার আসামি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন মিয়াজী।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাতে যশোরের রুদ্রপুর এলাকার শ্যামলছায়া পার্ক থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে যৌথবাহিনী।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে ঝিনাইদহ-৩ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় সালাহউদ্দিন মিয়াজী। এর আগে ২০১৫ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক সচিবের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

ঝিনাইদহে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামের মুক্তির দাবিতে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা, ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে শফি মিয়া (৫০) নামে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১টার দিকে উপজেলার দুলালমুন্দিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শফি মিয়া ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হররা গ্রামের মৃত গোলাম ছারোয়ারের ছেলে।

বারোবাজার হাইওয়ে থানার ওসি মাহবুব হোসেন জানান, ব্যবসায়ী শফি মিয়া মোটরসাইকেলে যশোরের উদ্দেশে রওনা দেন। পথিমধ্যে দুলালমুন্দিয়া এলাকায় পৌঁছালে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খান। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে রানা মণ্ডল (৩৫) নামের এক যুবকের গলায় ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২ টার দিকে উপজেলার সড়াতলা গ্রামের নিজ ঘরের আড়া থেকে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে।

রানা মন্ডল ওই গ্রামের মঈনুদ্দিন মন্ডলের ছেলে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রানার স্ত্রী শম্পা খাতুনকে আটক করেছে।

প্রতিবেশীরা জানান, স্ত্রীর সাথে বেশ কিছুদিন ধরে বনিবনা হচ্ছিল না রানার। প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হতো।

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি এম এ রউফ খান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে।’

ঝিনাইদহে ঘোড়া জবাই করে মাংস চুরি

ঝিনাইদহ সদরের হাটগোপালপুরে রাতের আঁধারে ঘোড়া জবাই করে চামড়া ফেলে রেখে মাংস নিয়ে গেছে কে বা কারা।

রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে স্থানীয়দের নজরে আসে বিষয়টি। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, পাঁচ থেকে ছয় মাস আগে হাটগোপালপুর বাজারে একটি ঘোড়া আসে। সেই থেকে ওই ঘোড়াটি বাজারের আশপাশে ঘুরে বেড়াতো। পাশের স্কুল মাঠে অধিকাংশ সময় থাকতো। গতকাল শনিবার রাতের আঁধারে ওই ঘোড়াটিকে জবাই করে মাংস নিয়ে গেছে কে বা কারা। সে সময় চামড়া, মাথা ও ভুঁড়ি স্কুলমাঠে ফেলে রেখে যায়।

স্থানীয়রা ধারণা করছেন, ঘোড়াটি জবাই করে মাংস নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে কেউ নিয়ে যেতে পারে। ওই বাজারের ব্যবসায়ী রইচ উদ্দিন বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বাজারে ঘোড়াটি ঘোরাঘুরি করতো। ঘোড়াটির কোনো মালিক ছিল না। আমরা স্থানীয় মাঝেমধ্যে তাকে খাবার খেতে দিতাম।
আজ সকালে বাজারে এসে ঘোড়াটি কোথাও দেখতে পাইনি। পরে স্কুলমাঠে ঘোড়ার মাথা, চামড়া ও ভুঁড়ি পড়ে থাকতে দেখি। রাতের অন্ধকারে ঘোড়াটি কেউ জবাই করে মাংস নিয়ে গেছে।’ রবিউল ইসলাম নামের আরেক ব্যবসায়ী বলেন, ‘ওই ঘোড়ার মাংস অন্য মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাদের এখানে বিক্রি করা হবে না, এর কোনো নিশ্চয়তাও দেখছি না।’

সদর উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘ঘোড়ার মাংস মানুষের খাওয়ার উপযোগী না। ঘোড়ার মাংসে মাত্রাতিরিক্ত অ্যাসিড থাকে। ফলে ঘোড়ার মাংস খেলে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।’

এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত বলতে পারবো।’

ঝিনাইদহে জাতীয় নাগরিক কমিটির মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহ জাতীয় নাগরিক কমিটির এক বিশেষ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে জাতীয় নাগরিক কমিটি জেলা শাখার আয়োজনে শহরের নতুন হাটখোলা এলাকায় সংগঠনটির জেলা কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।

এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা নাগরিক কমিটির প্রধান সংগঠক নাসির আল সাদী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা তারিক রেজা। আরও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা নাগরিক কমিটির নেতা তারেক বাবু, আরেফিন কায়সার, আলাউদ্দিন জোয়ারদার, শাম্মী পারভিন, হাবিবুর রহমান, মুজাহিদুল ইসলাম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান ও সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মনির হোসেন।

এছাড়াও কোটচাঁদপুর উপজেলার জাতীয় নাগরিক কমিটির মামুন, মোকলেসুর, হাবিবুর, মহেশপুর উপজেলার আবুল কালাম আজাদ, হরিণাকুণ্ডু উপজেলার আলমগীরসহ বিভিন্ন উপজেলার নেতৃবৃন্দ সভায় অংশ নেন।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ নাগরিক অধিকার ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে

মতামত প্রদান করেন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেণ।

জনবল সংকটে ঝিনাইদহ বিটিসিএল এখন মৃতঘোড়া!

জৌলুস হারানো বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এর ঝিনাইদহ অফিসটি এখন ডেডহর্স। আগের মতো কোলাহলমুখর পরিবেশ নেই অফিসে। নিয়োগ বন্ধ দীর্ঘদিন, তাই জনবলের অভাবে কাজে গতি নেই। এদিকে লোকবলের আভাবে টেলিফোন গ্রাহকরা বাড়িতে বিল পাচ্ছেন না।

আবার কেউ পেলেও অন্যদিকে দক্ষ কারিগরের অভাবে দ্রুত গতির ইন্টারনেট জি-ফোন সেবা মুখথুবড়ে পড়েছে। এতে দিনকে দিন গ্রাহক সংখ্যা কমে নিম্ন পর্যায়ে পৌচেছে। টেলিফোন সেবা থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। সবমিলিয়ে ঝিনাইদহ বিটিসিএল অফিসটি নানা সমস্যায় জর্জরিত।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলায় একসময় কয়েক হাজার টেলিফোন লাইন ছিল। ছিল ইন্টারনেট সুবিধা। এক সময় মানুষ টেলিফোনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। অফিসগুলো ছিল উৎসবমুখর। বাসাবাড়িতে টেলিফোন লাইন থাকা আভিজাত্যের প্রতিক হিসেবে দেখা হতো। আর এখন সরকারী টেলিফোন দেখলে মানুষ ভর্সনা করেন। এর প্রধানতম কারণ হলো দেশে সেলুলার ফোন চালু হলে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএল।

টেলিফোন লাইন কমতে কমতে এখন ঝিনাইদহ জেলায় ১২৭৪টি সংযোগে এসে ঠেকেছে। এরমধ্যে আবার জি-ফোন ইন্টারনেট সংযোগ আছে ৬০০টি। চব্বিশ ঘন্টা সেবা না থাকায় জি-ফোনের উপরও মানুষ বিরক্তি হয়ে পড়ছে। জি-ফোনের ইন্টারনেটের সমস্যা দেখা দিলে কাউকে পাওয়া যায় না। অথচ বেসরকারী ইন্টারনেট লাইনের সেবা পাওয়া যায় সব সয়।

ঝিনাইদহ বিটিসিএল অফিস সুত্রে জানা গেছে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ

অধিদপ্তরের মাত্র তিনজন কর্মকর্তা ঝিনাইদহ অফিসে কর্মরত আছেন। তাদের চাকরির বয়স শেষে হলে ওই পদও বিলুপ্ত হবে। বিটিসিএল এখন প্রতিষ্ঠানটি নিয়ন্ত্রন করছে। ঝিনাইদহ অফিসে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) কর্মকর্তা কর্মচারির সংখ্যা মাত্র ১৩জন। উপজেলা পর্যায়ে বিটিসিএলের অফিস ও সম্পদ পাহারায় মাত্র একজন, কোন কোন অফিসে দুইজন করে কর্মরত আছেন। ফলে গ্রাহকদের সেবা পৌঁচেছে শুন্যের কোঠায়।

এই অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারি দিয়ে ধীরগতিতে চলছে অফিসটি। এসএম বিল্লাহ নামে এক টেলিফোন গ্রাহক অভিযোগ করেন ৮ বছর আগে তিনি তার প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন লাইন সারেন্ডার করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে অফিস থেকে সারেন্ডারকৃত লাইনের কোন বিল আসেনি। ফলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন আবেদনের প্রেক্ষিতে তার লাইন সারেন্ডার হয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি সারেন্ডারকৃত ওই লাইনের ৮ বছরের বিল একসঙ্গে তাকে প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া তার দুটি জি-ফোন সংযোগ থাকলেও বাড়িতে টেলিফোন বিল পৌছায় না। এ নিয়ে তিনি খুবই বিড়ম্বনায় আছেন।

উপ-শহরপাড়ার গ্রাহক মিনারা পারভিন জানান, তার বাড়িতে নিয়মিত বিল না পৌছানোর কারণে একসঙ্গে বিল দিতে তার কষ্ট হয়। ব্যাপারীপাড়ার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জি-ফোন গ্রাহক বলেন, তার বাড়িতে কোন বিলই দেওয়া হয় না।

এবিষয়ে ঝিনাইদহ বিটিসিএলের এ্যসিসটেন্ট ম্যানেজার পল্লবী ঘোষ জানান, অফিসের জনবল সংখ্যা সঠিক ভাবে আমার জানা নেই। এটা যশোর থেকে জানতে হবে। জনবল সংখ্যা পুরণ হলে বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি জানান।

ঝিনাইদহে জনবল আত্তীকরণসহ নানা

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted])’[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted]-[redacted]

[redacted] [redacted], [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted], [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted], [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

যবিপ্রবি’র ভেটেরিনারি মেডিসিন ও সার্জারি অনুষদে আত্মীকরণ করে বেতন ছাড়ের দাবি জানান।

ঝিনাইদহে গতিহীন হয়ে পড়েছে গ্রাম আদালত

দুই ভাইয়ের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আদালতে করা মামলা পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে। সেখানে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে মামলাটির নিষ্পত্তি ঘটে। এতো সহজে মামলার নিষ্পত্তি হবে ভাবতেও পারেনি ওই মামলার বাদী।

গ্রাম আদালতের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার কথা বলছিলেন ঝিনাইদহের সদর উপজেলার মধুপুর গ্রামের লোকমান মণ্ডল। গ্রাম আদালত সক্রিয় থাকলে অনেক মামলা লোকমান মণ্ডলের মামলার মতো নিষ্পত্তি হতো।

তবে জেলার ৬৭টি ইউনিয়নে দৈনন্দিন কার্যাবলীর ন্যায় গ্রাম আদালত পরিচালনা করার কথা থাকলেও তা যথাযথ ভাবে করা হয় না। মূলত মানুষের অসেচতনতা, এজলাস না থাকা, জনপ্রতিনিধিদের অনিহাসহ নানা কারণে গ্রাম আদালতের সুফল সেভাবে পাচ্ছেনা গ্রামের সাধারণ মানুষ।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ গ্রাম আদালত থেকে কাক্সিক্ষত সেবা পাচ্ছে না তা গত এক বছরে জেলার ৬৭টি ইউনিয়নের চিত্রই বলে দেয়। জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৭টি ইউনিয়নে মাত্র ৯২৬ টি মামলা গ্রহণ করে গ্রাম আদালত। এর মধ্যে ৮০৩টি মামলার সমাধান করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা গ্রহণ করে মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় ইউনিয়ন পরিষদ। এ ইউনিয়নে গ্রাম আদালতে গেল বছর সর্বোচ্চ ৪৮টি মামলা গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৪৬টি সমাধান হয়, ২টি মামলা এখনো চলমান রয়েছে।

গত বছর জেলার ৬টি থানায় মোট ২হাজার ২৮৯টি মামলা হয়। নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো আর জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসার ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ মাঠ পর্যায়ে সেভাবে কার্যকর হচ্ছে না গ্রাম আদালতে। জেলার অন্তত ২৩টি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত

পরিচালনার জন্য এজলাস নেই। এজলাস না থাকার কারণে এইসব ইউনিয়ন পরিষদে আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

ফলে গ্রাম আদালতের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ওই এলাকার জনগণ। আদালত থেকে পাঠানো মামলা গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তির নজির খুব বেশি না হলেও অনেক মামলা এখন গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হচ্ছে।

জানা যায়, গ্রামের সকল জনগনকে কম সময়ে নামমাত্র খরচে বিচারিক সেবা প্রদান করার লক্ষে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ জারি হয় ১৯৭৬ সালে। তা আইনে রুপ নেই ২০০৬ সালে। এরপর থেকে ইউএনডিপি এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় প্রকল্প আকারে তা মাঠ পর্যায়ে কার্যকর হয়। সর্বশেষ সংশোধনী ২০২৪ অনুযায়ী গ্রাম আদালতের আর্থিক ক্ষমতা ৭৫ হাজার টাকা থেকে পরিবর্তন করে ৩ লাখ টাকা করাসহ তফসিলের দ্বিতীয় অংশে দেওয়ানী বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে।

এদিকে গেল বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জেলার অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা আত্মগোপনে চলে যায়। ওই সকল ইউনিয়নে প্রশাসক নিয়োগ দেয় স্থানীয় সরকার বিভাগ। তারপর থেকে ওই সকল ইউনিয়নে গ্রাম আদালতে মামলার সংখ্যা কমতে শুরু করে। তখন থেকে আরো বেশি গতিহীন হয়ে পড়ে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম।
সুশাসনের জন্য নাগিরক (সুজন) এর জেলা কমিটির সভাপতি ও মানবাধিকারকর্মী আমিনুর রহমান বলেন,‘আস্থাহীনতার কারণে অনেকে গ্রাম আদালতে যেতে চাই না। এছাড়াও নানা ধরণের জটিলতার কারণে মানুষ থানা পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছে বেশি।’

ঝিনাইদহের অতিরিক্তি পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া বলেন, ‘পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা থাকায় তাঁরা থানায় মামলা করেন বেশি। তারপরেও আমাদের পক্ষ থেকে অনেক বাদীকে মামলার জন্য গ্রাম আদালতে পাঠানো হয়।’

এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বিভাগ ঝিনাইদহের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও প্রশাসকদের নানা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যে ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের জন্য এজলাস নেই সেখানে আমরা এজলাস তৈরি করে দেবো। বিভিন্ন ধরণের প্রচারণার

মাধ্যমে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা হচ্ছে।’